(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

২৩ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি.

নগরীর ৩৮টি স্পটে ফুটওভার ব্রীজ
নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে : মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীর সাথে চট্টগ্রাম ড্রাইডক লি: ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর এম মাকসুদ আলম এনডিসি, পিএসসি'র নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল আজ রোববার সকালে টাইগারপাসস্থ অস্থায়ী নগর ভবনে তাঁর দপ্তরে সৌজন্য সাক্ষাত করতে আসলে মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম ড্রাইডক লি: উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প ২০৪১সালে উন্নত বাংলাদেশ গঠনে জাহাজ নির্মাণ শিল্প অবদান রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। চট্টগ্রাম হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাব। এই চট্টগ্রামের উন্নয়নে বর্তমান সরকার কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ট্যানেল নির্মাণ, চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প, মহেশখালি গভীর সমুদ্র বন্দর, ফ্লাইওভার নির্মাণ, আইটি পার্ক স্থাপনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যা পূর্বে কোন সরকার করেনি। তাই বৃহত্তর চট্টগ্রামের উন্নয়নের পাশাপাশি চসিক নগরীর উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, নগরীতে যান চলাচল বৃদ্ধির কারণে রাস্তা পাড়াপাড়ে নগরবাসীকে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। এছাড়াও সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত ও আহতের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই নগরীতে ৩৮টি স্পট চিহ্নিত করে চসিক ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

মেয়রের এই বক্তব্যের আলোকে কমডোর এম মাকসুদ আলম বলেন, চট্টগ্রাম ড্রাইডক চসিকের উন্নয়ন কাজে অংশীদার হতে আগ্রহী। তিনি চসিক গৃহীত ৩৮টি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণে ও আর্বজনা সংরক্ষণের জন্য গ্যার্বেজ কন্টেইনার তৈরীর কথা উল্লেখ করে বলেন, বর্তমানে চট্টগ্রাম ড্রাইডক সিলেট সিটি কর্পোরেশনকে গ্যার্বেজ কন্টেইনার সরবরাহ করছে। তাই চসিক গৃহীত ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ ও এর সৌন্দর্য্যবর্ধনের কাজে অংশীদার হওয়ার এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশনকে সরবরাহকৃত গ্যার্বেজ কন্টেইনারের অনুরূপ কন্টেইনার চসিককে সরবরাহের ইচ্ছা পোষণ করেন। মেয়র ড্রাইডক ব্যবস্থাপককে এই ব্যাপারে প্রতিবেদন আকারে প্রস্তাব পাঠানোর পরামর্শ দেন।

এসময় চট্টগ্রাম ড্রাইডক লি: ক্যাপ্টেন হামিদ ও চসিক প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক উপস্থিত ছিলেন।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত
সরকারি নিষেধাজ্ঞা না মেনে খাবার পরিবেশন করায়
নগরীর বিভিন্ন রেষ্টুনেন্ট ও ৬ ব্যক্তিকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ রোববার মহানগর এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসকি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী'র নেতৃত্বে এই মোবাইল কোর্ট কোভিড-১৯ করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণের লক্ষে সরকার ঘোষিত বিধিনিষেধ না মানায় ও গ্রাহকদের টিকা সনদ না দেখে রেস্টুরেন্টে খাবার পরিবেশন করায় নাছিরাবাদস্থ সুলতান ডাইনকে ১০হাজার, তেরাকোটা রেস্টুরেন্টকে ৫হাজার, হোয়াইট রেবিটকে ৫হাজার, ক্রেবকে ৫হাজার, লালদিঘীর পাড় এলাকার নিউ মালঞ্চকে ২হাজার ও পড়শী রেস্টুরেন্টকে ২হাজার টাকাসহ লালদিঘী ও আন্দরকিল্লা এলাকায় ফুটপাতে ব্যবসা করা দায়ে ৬ ব্যক্তিসহ সর্বমোট ১২টি মামলা রুজু পূর্বক ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এই সময় গ্রাহকদের টিকা সনদ ও মাস্ক পরার বিষয় নিশ্চিত করার জন্য রেস্টুরেন্ট মালিকদের নির্দশনা প্রদান করা হয় এবং জনসাধারণকে ¯^াস্থ্য বিধি মেনে চলার বিষয়েও সচেতন করা হয়।

এসময় ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা করেন সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মেট্রোপলিটন পুলিশ।

সিদ্দিক রেজওয়ানা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন'র কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে মেয়র
আর্তমানবতার সেবার চেয়ে উত্তম কাজ আর নেই

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, আর্তমানবতার সেবার চেয়ে উত্তম কাজ আর নেই। যাদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ কাজ করে তারাই প্রকৃত মানুষ। তিনি বলেন, হতদরিদ্র ও সীমিত আয়ের মানুষেরা এ শীতে কষ্টে দিনযাপন করছে। শীতার্তদের শীতবস্ত্র দেওয়ার মাধ্যমে অসচ্ছল মানুষকে সেবা করার এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এই শীতে করোনার নতুন ধরণ ওমিক্রণের প্রার্দুভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি নগরবাসীকে সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে ও দ্রুত কোভিড ভ্যাক্সিন নিতে আহ্বান জানান। আজ রোববার আগ্রাবাদ পানওয়ালা পাড়ায় জননেতা এ.বি.এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সিদ্দিক রেজওয়ানা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন'র উদ্যোগে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

ওয়েলফেয়ারের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সৈয়দ মাহামুদুল হকের সভাপতিত্বে ও ছাত্রলীগ নেতা সাজ্জাদ আলী জুয়েলের সঞ্চালনায় এতে আরো বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক, সংরা িত ওয়ার্ড কাউন্সিলর জাহেদা বেগম পপি, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা মো. সিরাজুল ইসলাম, আকরাম হোসেন সবুজ, আবদুল মান্নান কাজল, আবদুর রহমান মিয়া, মুহাম্মদ শাহ আলম, জহিরুল ইসলাম, দিদারুল আলম, আকবর আলী, ওসমান গনি আলমগীর, হাফেজ মো. সাহাবুদ্দীন প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সময়ে শীত বস্ত্রের অভাবে কাউকে কষ্ট ভোগ করতে হবে না। তারই পথ অনুসরণ করে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, মানবিক সংগঠন ও বিত্তশালীরা সারাদেশে শীতবস্ত্র বিতরণ করছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়ন তথা উন্নত বাংলাদেশ গড়তে দেশের প্রত্যেক মানুষের ভাত, কাপড়, মাথাগোঁজার ঠাঁইসহ সকলের জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন বর্তমান সরকার। তাই তিনি ২০৩০সালের মধ্যে দেশকে উন্নয়নশীল ও ২০৪১সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তর করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

তিনি নগরবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, নগরীর জলাবদ্ধতা থেকে পরিত্রাণের জন্য মেগা প্রকল্পের পাশাপাশি চসিকের নিজস্ব উদ্যোগে খাল, নালা-নর্দমা থেকে মাটি ও বর্জ্য উত্তোলন কাজ চলছে। কিন্তু দুঃখজনক হলো পরিস্কার করার পরও একটি অসচেতন মহল আবার ময়লা আবর্জনা ফেলে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনছে। এধরণের পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে জলাবদ্ধতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩